উপদেষ্টা

ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম

ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

ডঃ হুমায়ুন আহমেদ

ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

ডঃ আতিক রহমান

সম্পাদনা উপদেষ্টা

মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক

এস. এ. বি. এম. বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক

খোন্দকার নজরুল ইসলাম

প্রধান নির্বাহী

ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

শিল্প নির্দেশনা

আহসান হাবীব

সহকারী সম্পাদক

মইনউদ্দীন স্বপন

মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী

- এম. আর সিদ্দিকি • শা. মা.
- সাইদ এ. সালেহ • বাদল হক
- আসিফ মাহমুদ • মোস্তাফা আনোয়ার
- এইচ এস ফিরোজ • শাকিল মঞ্জুর
- লীনা ইনাম • আবদুল হক
- লোকমান হোসেন • মাইনুল ইসলাম

বিদেশ প্রতিনিধি

ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা

তানভীর আহমেদ লেলিন - আমেরিকা

ডঃ এস. মাহমুদ - বৃটেন

নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অষ্ট্রেলিয়া

হাফুজুর রশিদ - জাপান

এস. বানাজী - ভারত

রেখোয়ান স্পুটনিক - ভারত

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

কমপিউটার লাইন

১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০ ৬৪ ৮৫

মুদ্রণ ঃ

ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

দাম প্রতি সংখ্যা দশ টাকা

বার্ষিক সডাক এক শত টাকা

ষান্মাসিক সডাক ষাট টাকা

প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০ ৬৪ ৮৫

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
আগষ্ট ১৯৯১

অজ্ঞতা না জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ?

কমপিউটার জগৎ –এর গত কয়েকটি সংখ্যায় দেশের বরেণ্য বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবি ও বিশেষজ্ঞগণ প্রায় একই তথ্য দেশবাসী এবং সরকারকে সুস্পষ্ট করে জানানোর চেষ্টা করেছেন। তা হল এ দেশের জনগণের হাত থেকে কমপিউটারকে সরিয়ে রাখার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা কমপিউটার রাজ্যের বিজ্ঞানী, উদ্যমী ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি, চাকুরীজীবি, ছাত্রসহ সকল স্তরের নাগরিকদের কাছ থেকে যেসুচিন্তিত ধারণা, বিজ্ঞ পরামর্শ পেয়েছি তা বিশ্লেষণ করে শংকিত এই ভেবে যে চরম অজ্ঞতা অথবা দেশের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র এই কালজয়ী প্রযুক্তির সুফল থেকে দেশ ও জনগণকে বঞ্চিত করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ বলেছেন সফট ওয়্যার রপ্তানীর ব্যাপারে অনেক কিছু করার থাকলেও সরকারী সংস্থা এ ব্যাপারে কিছুই করেনি। তারা কেবল আত্ম প্রচারে ব্যস্ত। সফটওয়্যার রপ্তানী করে ভারতের মত বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার সুযোগ আমাদের থাকা সত্ত্বেও আমরা তার সদব্যবহার করছি না। এমনকি এই মুহূর্তে সরকারী সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রচেস্টা ও উদ্যোগে রপ্তানীর জন্য সাধারণ ডাটা এন্ট্রি দিয়ে শুরু করে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবককে কাজ দিয়েই গার্মেন্টি শিল্পের চেয়ে অনেক অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা দেশ আয় করতে পারে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশই এটা করেছে। এর জন্য উচ্চ মাত্রার দক্ষতার দরকার হয় না। বিদেশের সাথে যোগাযোগ করে শ্রমপ্রধান এই শিল্পটিকে এখনই চালু করলে বিশ্বজুড়ে ডাটা এন্ট্রির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অল্পদিনেই পরিচিতি লাভ করতে পারে। শ্রম প্রধান এ শিল্পটি অভাবিত অবদান রাখতে পারে জাতীয় অর্থনীতিতে। সফটওয়্যারের ব্যাপারেও বিশেষজ্ঞদের অভিমত দেশে মেধার কোন অভাব নেই। অভাব শুধু সঠিক উদ্যোগ,পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়ন।

কিন্তু কে নেবে এই উদ্যোগ? যে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিৎ জনগণের অর্থে লালিত তাদের বিজ্ঞ কর্মকর্তারা কি কাজ করছেন তা জনগণ একদিন অবশ্যই জানতে চাইবে। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া, প্রযুক্তিগত বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশকে অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে নেয়া ছাড়া দেশের উন্নতির জন্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কোন কাজই তাঁরা আজ পর্যন্ত দেশকে দিতে পারেন নাই। যে তথ্য প্রযুক্তি "আলাদীনের প্রদীপের" মত কাজ করে এই গরীব দেশটির চেহারা পাল্টে দেবার চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সত্ত্বেও তার বিস্তারের পরিকল্পনা প্রনয়ন কেন কচ্ছপের গতিতে চলে বা কোন অদৃশ্য কারণে "কোল্ড ষ্টোরেজে" চলে যাচ্ছে তা-ও জনগণের জানার অধিকার আছে।

কমপিউটারের উপর ট্যাক্স বাড়িয়ে এর প্রচলন কমিয়ে আসন্ন (emerging) এই প্রযুক্তিটির সুফল থেকে সাধারণ দেশবাসীকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চলছে। যেখানে অন্যান্য দেশের মত শুল্ক–কর কমিয়ে অবচয় (depreciation) বাড়িয়ে এ প্রচলন উৎসাহিত করা দরকার তার বদলে কর বাড়িয়ে এখানে তৈরি করা হচ্ছে বাধা ও জটিলতা। জনগণকে এই প্রযুক্তি থেকে অন্ধকারে রাখার জন্য রেডিও–টিভির মত প্রচার মাধ্যমগুলো থেকেও কোন অদৃশ্য কারণে একে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। অথচ জনগণের অর্থে জীবন ও বাস্তব বিবর্জিত অনুষ্ঠান অহরহই প্রচারিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে কমপিউটারায়ন, কমপিউটার শিক্ষা তথা তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ বিশ্ব সভ্যতার সাথে যুক্ত করার জন্য বিসিসি, শিক্ষামন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়,পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড , রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার এগিয়ে আসার বদলে এ বিষয়ে চরম উদাসীনতা ও বিরুদ্ধচারিতা কি তাদের অজ্ঞতা প্রসূত না এটা এ অভাগা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে কোন গভীর ষড়যন্ত্র -- এ ব্যাপারে অসংখ্য দেশপ্রেমি বিশেষজ্ঞ ও পাঠক আশংকা ব্যক্ত করেছেন ও করছেন। আমরা আশা করবো দেশ ও জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে মিলিতভাবে দেশকে তথ্য প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দিতে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নতির এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করার ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অচিরেই সচেতন জনগণের কাছে যে জবাবদিহি করতে হবে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। ◆